জাতিসংঘের সমুদ্র আইন বিষয়ক আন্তর্জাতিক ট্রাইব্যুনাল এবং আন্তর্জাতিক সালিশী আদালতের রায়ে বাংলাদেশের অর্জিত জলসীমায় সমুদ্র সম্পদ আহরণ ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে কৌশলগত পরিকল্পনা গ্রহণের উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী ঃ

সভার তারিখ ঃ ২০.০৮.২০১৪ খ্রিঃ, বুধবার

সময় ঃ সকাল ১১.৩০ ঘটিকা।

সভাপতি ঃ শেখ হাসিনা, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

স্থান ঃ চামেলী হল, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়।

১। সভার শুরুতে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সিনিয়র সচিব, জনাব মোঃ আবুল কালাম আজাদ সকলকে স্বাগত জানান। অতঃপর সভা অনুষ্ঠানের প্রেক্ষাপট তিনি সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণনা করেন। তিনি জানান মায়ানামারের সাথে আইনী লড়াইয়ে ১ লক্ষ ১১ হাজার বর্গ কিলোমিটার এবং ভারতের সাথে সমুদ্রসীমা বিরোধ সংক্রান্ত রায়ে ১৯,৪৬৭ বর্গকিলোমিটার এলাকায় বাংলাদেশের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। কিছু এলাকায় দ্বৈততা থাকায় বাংলাদেশের অর্জিত মোট সমুদ্র এলাকার আয়তন ১,১৮,৮১৩ বর্গ কিলোমিটার। তিনি জানান বাংলাদেশের সমুদ্রসীমা চুড়ান্ত হওয়ায় দেশের অর্থনীতিতে এর ব্যাপক ইতিবাচক প্রভাব পড়বে। এক্ষেত্রে দেশের সামগ্রিক মানচিত্র তৈরীর পাশাপাশি বাংলাদেশের সমুদ্রসীমায় তেল, গ্যাস, মূল্যবান খনিজ সম্পদ ও মৎস্য সম্পদ আহরণ, সমুদ্র এলাকার নিরাপত্তা বিধান, মৎস্য সম্পদ ও সামুদ্রিক সম্পদ আহরণের জন্য দক্ষ জনবল তৈরী করা প্রয়োজন। এ বিষয়ে কেন্দ্রীয়ভাবে একটি কৌশলগত পরিকল্পনা এবং মন্ত্রণালয় ও বিভাগ পর্যায়ে এ্যাকশন প্ল্যান প্রণয়নের লক্ষ্যে আজকের সভা আহবান করা হয়েছে। তিনি আরও অবহিত করেন যে, এ বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে বিগত ০৬ আগস্ট, ২০১৪ তারিখে প্রধানমন্ত্রীর বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিষয়ক মাননীয় উপদেষ্টার সভাপতিত্বে একটি প্রস্তুতি সভা এবং বিগত ১৮ আগস্ট, ২০১৪ তারিখে সিনিয়র সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সভাপতিত্বে আর একটি প্রস্তুতিমূলক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার এ পর্যায়ে তিনি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে বক্তব্য প্রদানের জন্য অনুরোধ জানান।

২। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বক্তব্যে জানান সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এদেশের মানুষের আশা আকাংখা পূরণে প্রতিটি আন্দোলন সংগ্রামে জাতিকে নেতৃত্ব দিয়েছেন। সকল প্রকার অত্যাচার, নির্যাতন ও শোষণের বিরুদ্ধে তিনি আজীবন সংগ্রাম করেছেন। জাতির পিতার রাজনৈতিক দূরদর্শিতা, সাহস ও বলিষ্ঠ নেতৃত্ব এদেশের মানুষকে স্বাধীনতা যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তে অনুপ্রাণিত করে। ফলে নয় মাস মহান মুক্তিযুদ্ধের পর পৃথিবীর মানচিত্রে বাংলাদেশ নামের একটি স্বাধীন দেশের অভ্যুদয় ঘটে। তিনি যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশ পুনর্গঠনে সর্বশক্তি নিয়োগ করেন। গ্যাসক্ষেত্রের মালিকানা তিনি সরকারের উপর ন্যস্ত করেন। ফলে বাঙ্গালী জাতি প্রথম তাঁর সময়েই প্রাকৃতিক সম্পদের উপর মালিকানা অর্জন করে। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭৪ সালে টেরিটোরিয়াল এ্যাক্ট প্রণয়ন করে সমুদ্রসীমা অর্জনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের দাবীর সূচনা করেন। ১৯৭৫ সালের ১৫ ই আগস্ট জাতির জীবনে একটি কলংকজনক দিন। এই দিনে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সপরিবারে শাহাদাত বরণ করেন। জাতির জনকের পর সমুদ্র অঞ্চলে দেশের অধিকার প্রতিষ্ঠায় কোন সরকার আর কোন উদ্যোগ গ্রহণ করেনি। ১৯৯৬ সালে বাংলাদেশ আওয়ামীলীগ সরকার গঠন করার পর এ বিষয়ে কার্যক্রম শুরু করে। ২০০৮ সালে পুনরায় বাংলাদেশ আওয়ামীলীগ সরকার গঠন করলে সমুদ্রসীমা অর্জনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ আরও একধাপ এগিয়ে যায়।

সমুদ্রসীমা অর্জনের ক্ষেত্রে প্রস্তুতিমূলক কাজ ছিল অত্যন্ত জটিল। কারণ একদিকে প্রতিবেশী দুই দেশের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখতে হয়েছে অন্যদিকে সমুদ্র আইন সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক ট্রাইব্যুনাল ও আন্তর্জাতিক সালিশী আদালতে মামলা পরিচালনা করে দাবী আদায় করতে হয়েছে। তবে সরকার অত্যন্ত দক্ষতা ও সফলতার সাথে দায়িত্ব পালন করে সমুদ্রসীমা অর্জন করেছে। বাংলাদেশ আওয়ামীলীগের বিগত শাসনামলে দেশের প্রতিরক্ষা খাতকে শক্তিশালী করার জন্য নৌবাহিনীর জন্য ফ্রিগেট এবং বিমানবাহিনীর জন্য মিগ যুদ্ধবিমান ক্রয় করা হয়েছিল। পরবর্তীতে এসকল সামরিক সরঞ্জাম ক্রয়ের জন্য মামলার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। সমুদ্র সম্পদ আহরণের জন্য কৌশল ও পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে, আমাদের অনেক দূর এগিয়ে যেতে হবে। সমুদ্র সীমা শুধু অর্জন করলে হবেনা বরং দেশের সাধারণ মানুষের ভাগ্যের উন্নয়নে সমুদ্র সম্পদকে যথাযথভাবে কাজে লাগাতে হবে এবং এ অর্জন ধরে রাখতে হবে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আরও জানান ১৯৯৬ সালে আওয়ামীলীগ সরকারের সময় সমুদ্র গবেষণা ইনস্টিটিউট স্থাপনের জন্য যে পরিমাণ জমি বরাদ্দ দেয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছিল, পরবর্তীতে তত্বাবধায়ক সরকারের সময় জমির পরিমাণ অনেক কমিয়ে দেয়া হয়। পরবর্তীতে ২০০৯ সালে পুনরায় দায়িত্ব গ্রহণের পর উক্ত ইনস্টিটিউটকে বর্ধিত পরিমাণ জমি বরাদ্দ প্রদান করা হয়। সমুদ্র বিষয়ক গবেষণার জন্য এ্যাকুরিয়াম প্রয়োজন। ফলে এ ধরণের ইনস্টিটিউট এর জন্য অধিক পরিমাণ জমি বরাদ্দের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। এটমিক এনার্জি কমিশন সমুদ্র সৈকতের বালুতে কি কি খনিজ পদার্থ রয়েছে তা আবিষ্কার করেছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে সমুদ্র বিজ্ঞান বিষয়ে কোর্স চালু রয়েছে। অন্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে এ কোর্স চালু করা প্রয়োজন। ১৯৯৬ সালে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় এবং বাংলাদেশ নৌবাহিনী সমন্বিতভাবে উপকূলীয় এলাকায় বনায়ন কার্যক্রম শুরু করে। সন্দীপ এলাকায় ক্রসড্যাম তৈরী করলে ভোলা জেলার অনেক এলাকা বিলীন হয়ে যাবে মর্মে অনেকের আশংকা রয়েছে। বিষয়টির যথার্থতা পরীক্ষা করে দেখা প্রয়োজন। কারণ ক্রসড্যাম নির্মাণ করলে প্রচুর পরিমাণ জমি পুনরুদ্ধার হবার সম্ভাবনা রয়েছে। নদী ও সমুদ্র থেকে ভূমি উদ্ধার করতে হবে। ভাসমান চরে গাছ লাগানো হলে নতুন চর দ্রুত স্থায়ীরূপ লাভ করবে। কক্সবাজার সমুদ্র উপকূলে ঝাউবন আছে যা সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস থেকে কক্সবাজার শহরকে রক্ষা করছে। জাতির পিতার নির্দেশে কক্সবাজারের ঝাউবন সৃজন করা হয়েছিল। সুন্দরবন আছে বলে বাংলাদেশ সুন্দরভাবে টিকে আছে। আবার বাঘ আছে বলে সুন্দরবন টিকে আছে। প্রকৃতি বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় সবকিছুর সুরক্ষা নিশ্চিত করছে।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৬৬ সালে ৬ দফা দাবী উত্থাপন করেন। এতে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান অর্থাৎ বর্তমান বাংলাদেশে নৌ-হেডকোয়ার্টার স্থাপনের দাবী ছিল অন্যতম। গভীর সমুদ্র এলাকার সম্পদ রক্ষা ও নিরাপত্তা বিধানের জন্য নৌবাহিনীকে শক্তিশালী করা প্রয়োজন। তাদের সহায়ক শক্তি হিসেবে উপকূলীয় অঞ্চল রক্ষার জন্য কোস্ট গার্ডকেও শক্তিশালী করা প্রয়োজন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন আমাদের নিজস্ব সাটেলাইট থাকা প্রয়োজন। আমাদের প্রয়োজনীয় সকল তথ্য আমরা নিজস্ব স্যাটেলাইট থেকে সংগ্রহ করব। প্রতি বছর রুটিন করে আমাদের নদীগুলো ড্রেজিং করতে হবে। নদী শাসন ও নদী ড্রেজিং করে নদীর নাব্যতা ফিরিয়ে আনতে হবে। সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদ প্রক্রিয়াকরণ ও রপ্তানীর ক্ষেত্রে অধিক নজর দেয়া প্রয়োজন। সমুদ্রের বিভিন্ন এলাকায় নতুন নতুন চর জেগে উঠছে। চরগুলোকে স্থায়ী করার লক্ষ্যে বনায়ন কার্যক্রম জোরদার করা প্রয়োজন । দেশের দক্ষিণাঞ্চলে বিশেষত বরগুনা জেলায় শিপ বিল্ডিং ও শিপ রিসাইক্লিং শিল্প গড়ে তুলতে হবে। তেল গ্যাস আহরণের জন্য সকল ব্লক একক কোন কোম্পানীকে লীজ দেয়া যাবেনা। এতে একক কোম্পানীর ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল হয়ে

থাকতে হয়। আওয়ামীলীগের বিগত সময়ে কোন তেল, গ্যাস কোম্পানীকে ২টির বেশী ব্লক দেয়া হয়নি। আমাদের গবেষণা কার্যক্রম এগিয়ে নিতে হবে। সমুদ্র সম্পদ আহরণের জন্য পৃথকভাবে অর্থ বরাদ্দ প্রদানের প্রয়োজন হবে। বাংলাদেশ-ভারত-শ্রীলংকা-মালদ্বীপ সমন্বয়ে সী ক্রুজের কার্যক্রম চালু করা যেতে পারে। কক্সবাজার-টেকনাফ ৪(চার) লেন বিশিষ্ট মেরিন ড্রাইভ সড়ক নির্মাণ করে তা রক্ষার জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। সমুদ্রের তীরে মেরিন ড্রাইভ এবং সাগরের মাঝে কোন হাইরাইজ ভবন নির্মাণ করা যাবেনা। কক্সবাজার থেকে সমুদ্রতীর হয়ে পতেঙ্গা পর্যন্ত যাতায়াতের জন্য কোন সড়ক নির্মাণ করা যায় কিনা সে বিষয়ে বাংলাদেশ নৌবাহিনী স্ট্যাডি করতে পারে। সমুদ্রসীমা অর্জনের প্রেক্ষিতে আইন ও প্রটোকল ইত্যাদি রিভিজিট করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে কিনা তা পরীক্ষা করে দেখা যেতে পারে।

৩। সভার এ পর্যায়ে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও সংস্থার পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন করা হয়। প্রথমে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মেরিটাইম এফেয়ার্স ইউনিটের সচিব পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন করেন ও বক্তব্য প্রদান করেন। তিনি জানান যে দেশ সমুদ্রকে যত বেশী ব্যবহার করতে পেরেছে সে দেশ তার অর্থনীতিকে ততবেশী এগিয়ে নিতে সক্ষম হয়েছে। আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সমুদ্র ও সমুদ্র সম্পদসমূহ কাজে লাগিয়ে উপকূলীয়/দ্বীপ দেশসমূহের অর্থনৈতিক উন্নয়নে সম্ভাবনার এক নতুন দ্বার উম্মোচিত হচ্ছে। দারিদ্র দূরীকরণ, খাদ্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন, পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা, জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবেলা সহ অর্থনৈতিক বিভিন্ন কর্মকান্ডে সমুদ্রের ব্যাপক ভূমিকা রয়েছে। বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশসমূহের প্রায় ১ বিলিয়ন মানুষের প্রোটিন চাহিদা সাগর থেকে মেটানো হয়ে থাকে। ইতোমধ্যেই ৩৭০ কিঃমিঃ পর্যন্ত Exclusive Economic Zone এ সকল প্রাণীজ ও খনিজ সম্পদের উপর এবং ৩৭০ কিঃ মিঃ এর বাইরে মহীসোপানে সকল খনিজ সম্পদের উপর বাংলাদেশের সার্বভৌম অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ২০১১ সালে বাংলাদেশ জাতিসংঘে মহীসোপানের দাবী উপস্থাপন করেছিল। ট্রাইব্যুনালের রায়ের পর "জাতিসংঘ মহীসোপানের সীমানা নির্ধারণী কমিশন" হতে মহীসোপানের দাবীর সুপারিশ গ্রহণের আইনগত বাধ্যবাধকতা রয়েছে।

তিনি জানান বর্তমানে চট্রগ্রাম উপকূল থেকে ৬৬৭ কি:মি: এলাকা পর্যন্ত মাছ ধরার সুযোগ থাকলেও উপকূল থেকে ২০-৩০ কি: মি: পর্যন্ত আনুমানিক ৫০ হাজার কাঠের নৌকার মাধ্যমে এবং এর পরের ২০-৩০ কি:মি: পর্যন্ত স্টীলবডি ট্রলারের মাধ্যমে মাছ ধরা হয়। প্রতিবছর বঙ্গোপসাগর থেকে যে পরিমান মাছ ধরা হয় সেখানে বাংলাদেশের মাছ আহরণের পরিমাণ খুবই কম। তাছাড়া ৩৭০ কি: মি: এর বাইরে High Sea তে ইন্ডাস্ট্রীয়াল ট্রলারের মাধ্যমে মৎস্য আহরণের আইনগত অধিকার থাকলেও এ যাবৎ মৎস্য আহরণের তেমন কোন উদ্যোগ দেখা যায়নি। বঙ্গোপসাগরে ৪৭৫ প্রজাতির মাছ থাকলেও কোন প্রজাতির মাছ কি পরিমাণে ধরা সম্ভব সেটা জরিপ জাহাজের অভাবে নিরুপণ করা সম্ভব হচ্ছে না।

তিনি আরও জানান বাংলাদেশের প্রায় ৬৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের আমদানী ও রপ্তানী বাণিজ্যের পণ্য বিশ্বের বিভিন্ন দেশের প্রায় ২,৬০০ জাহাজ বহন করে থাকে, অথচ সমুদ্র উপকূলবর্তী দেশ হওয়া সত্ত্বেও বাংলাদেশের নিজস্ব জাহাজের সংখ্যা মাত্র ৬৯টি। প্রতি বছর ফ্রেইট হিসেবে ৬ বিলিয়ন ডলার বিদেশী জাহাজকে পরিশোধ করা হয়। বাংলাদেশের পরিবেশগত ভারসাম্য রক্ষায় বঙ্গোপসাগর ও সুন্দরবনের অবদান অনস্বীকার্য। সাগর এবং ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চলে শ্বাসমূল বিষাক্ত কার্বন-ডাই-অক্সাইড শোষণ করে পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখতে সাহায্য করছে। বাংলাদেশের উপকূলীয় এলাকায় ৭৫টি Marine Island থাকলেও বেশিরভাগ দ্বীপগুলোতে উল্লেখযোগ্য কোন কৃষিকাজ বা পশুপালন করা হয় না; অথচ চর এলাকায় বা ভাটার সময় পানি থাকে না এ রকম এলাকায় ম্যানগ্রোভ ধরণের (সুন্দরী) গাছ লাগিয়ে অল্প সময়ের মধ্যে কৃত্রিম দ্বীপ সৃষ্টি করে এলাকাগুলোকে